দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আলিম উত্তীর্ণরা ঢাবির সব বিভাগে ভর্তি হতে পারবে

সুপ্রীম কোর্টে লিভ টু আপিল খারিজ

স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি বিভাগে (খ এবং ঘ ইউনিট) আলিম উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি না করানোর সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। গতকাল (বুধবার) প্রধান বিচারপতি এমএম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের ৪ বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এ আদেশের ফলে আলিম উত্তীর্ণদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত হাইকোর্টের আদেশ বহাল থাকল। গত ২০ জানুয়ারী হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ এক

পৃঃ ১৫ ক ১৪

আলিম উত্তীর্ণরা ঢাবির সব বিভাগে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে আলিম উত্তীর্ণদের বাংলা এবং ইংরেজিতে ২শ' নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের নেয়া সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করেন। এ রায়ের ফলে মাদ্রাসা ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগে ভর্তির পথ উন্মুক্ত হয়। হাইকোর্টের এ আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ২৬ জানুয়ারী চেম্বার কোর্টে লিভ টু আপিল করে। চেম্বার কোর্ট আপিলের ওপর কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে বিষয়টি আপিল বিভাগের পাঠিয়ে দেয়। আপিল বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের কৌঁসুলির শুনানি শেষে আপিল খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্টের আদেশই বহাল রাখেন। আপিল শুনানিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করেন ড. শাহদীন মালিক। মাদ্রাসা ছাত্রদের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক।

আদালত থেকে বেরিয়ে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেন, ২০ বছর আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের এসব বিষয়ে ভর্তির সুযোগ ছিল। ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজিতে ২শ' নম্বর করে প্রাপ্তির নতুন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিপন্থী এবং বৈষম্যমূলক। আদালত বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সিদ্ধান্তকে বেআইনি ঘোষণা করে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন আপিল বিভাগ সেটি বহাল রেখেছেন। আপিল বিভাগের এ আদেশের ফলে আলিম উত্তীর্ণরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে।

প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি বিভাগে (বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ভাষা তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং জেন্ডার অ্যান্ড উইমেন স্টাডিজ) ভর্তির ক্ষেত্রে মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ে ২শ' নম্বর প্রাপ্তি বাধ্যতামূলক করে দেয় ঢা.বি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ বিভাগীয় প্রধানের এ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে ভর্তিচ্ছু মাদ্রাসা ছাত্রদের পক্ষে ইব্রাহিম খলিলসহ ৫ জন গত অক্টোবরে রিট করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শুনানি শেষে ২৬ অক্টোবর ঢা.বি'র কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না- এ মর্মে রুলনিশি জারি করেন হাইকোর্ট। পরে এক সম্পূরক আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত গত ২ ডিসেম্বর ঢা.বি'তে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে 'খ' এবং 'ঘ' ইউনিটে বাংলা, ইংরেজিসহ ৭টি বিষয়ে ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়। ২০ জানুয়ারী হাইকোর্ট এক আদেশে ঢাবি কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করেন। এ আদেশের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করলে গতকাল তা খারিজ করে দেন। আপিল বিভাগের খারিজ আদেশের ফলে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির ওপর ঢা.বি. কর্তৃপক্ষের কোন শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

বিভিন্ন সংগঠনের অভিনন্দন ও সন্তোষ প্রকাশ

মাদ্রাসা ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ঢা.বি. কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট অবৈধ ঘোষণা এবং হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগ বহাল রাখায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ছাত্র সংগঠন অভিনন্দন জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। গতকাল পৃথক বিবৃতিতে এ অভিনন্দন জানানো হয়। বিবৃতিতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা) সভাপতি যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া এবং সেক্রেটারি মোঃ আনিসুর রহমান আপিল বিভাগের রায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, সম্পূর্ণ অসাংবিধানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির পথ বন্ধ করে দিতে অগণতান্ত্রিক শর্তারোপ করে কর্তৃপক্ষ। পাঁচ মাদ্রাসা ছাত্রের রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইংরেজি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ভাষাতত্ত্ব এবং উইম্যান অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের ভর্তি নির্দেশিকার শর্ত অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের এ রায় সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়াকে সচল না করে বরং রায় স্থগিতের আবেদন করে। কিন্তু আপিল বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আপিল খারিজ করে দিয়েছেন। আপিল বিভাগের এ আদেশের আমরা কৃতজ্ঞ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাদ্রাসা ছাত্র-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এক বিবৃতিতে আপিল বিভাগের রায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কমিটির আহ্বায়ক মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, উচ্চতর আদালতের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে মুক্তি বুদ্ধি চর্চার প্রাণ কেন্দ্র ও গণতন্ত্রের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগণতান্ত্রিক-সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত কারও পক্ষেই চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এ রায়ের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা চর্চার যে অপপ্রয়াস দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান তা পরাস্ত হয়েছে। ৭ বিভাগে ভর্তি বন্ধের শর্ত মাদ্রাসা ছাত্রদের আন্দোলন যৌক্তিক, গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য ছিল। আন্দোলনের সাথে জড়িত যে দুজন মাদ্রাসা ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল তাদের বহিষ্কারাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।